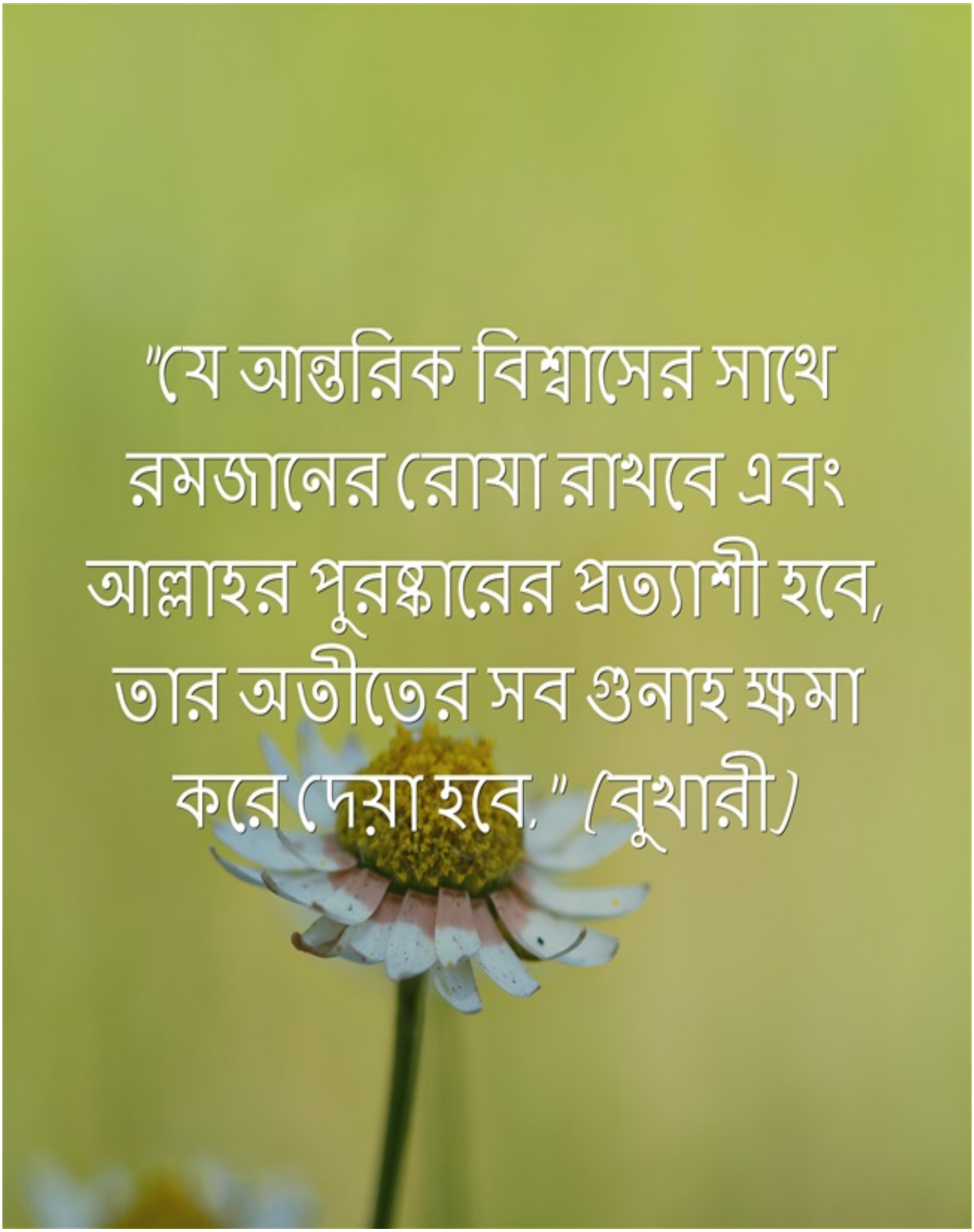
"যে আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে
রমজানের রোযা রাখবে এবং
আল্লাহর পুরষ্কারের প্রত্যাশী হবে,
তার অতীতের সব গুনাহ ক্ষমা
করে দেয়া হবে." (বুখারী)

যে আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে রমজানের রোযা রাখবে এবং আল্লাহর পুরষ্কারের প্রত্যাশী হবে, তার অতীতের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (বুখারী)

আল্লাহ রহমতের মালিক, এবং সে রহমত অন্য মাসের তুলনায় আমরা রমজানেই বেশী আশা করতে পারি।

নবী রমজান সংক্রান্ত বিষয়ে বলেছেন:

"তার (রমজানের) শুরুতে করুণা, তার (রমজানের) মাঝামাঝি ক্ষমা, এবং তার (রমজানের) শেষে জাহান্নাম থেকে মুক্তি" (ইবনে খুযাইমাহ, আল সহীহ)

রমজানের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ দিকে ফিরে আসার এক অপূর্ব সুযোগ । আমরা এখন আমাদের জীবনের যে সময় পারি দিচ্ছি তা কোন না কোন ভাবে আমাদের নিজের কর্মের প্রত্যক্ষ ফল । আমরা যে অপমান বোধ করি, অথবা নিরাশ হয়ে পরি, সেটা তো আমাদের নিজস্ব পাপ যা আমাদেরকে হতাশ করে দেয়। শুধুমাত্র আল্লাহ্ই আমদেরকে আশার আলো দেখাতে পারেন। ফজরের জন্য ঘুম থেকে উঠতে ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হলে, অথবা আমরা হারাম (নিষিদ্ধ) থেকে বারবার দূরে থাকার পথ খুঁজে না পেলে, আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের সাথে আল্লাহর সম্পর্কটা পুনরায় পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

আমাদেরকে যে কোন অবস্থায় নিরাশ হওয়া যাবে না। কখনই ভাবা ঠিক হবে না যে এই দুনিয়ার সফলতা, ব্যর্থতা, পাওয়া, না পাওয়া, কিছু ঘটা কিংবা না ঘটা সবই আল্লাহর হুকুম বা অনুমতি ছাড়া হয়।

আমাদের জীবনের উত্থান-পতন, বিশ্ব এবং মানবতার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক- এ সবই তো আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্কের উপর নির্ভর।

সাধারন মানুষের মত আল্লাহ তো কোন ‘অসন্তোষ’ কিংবা ‘ক্ষোভ’ মনের মাঝে সব সময় ধরে রাখেন না।

একবার ভাবুন তো আপনাকে একটা পরিষ্কার স্লেট দেওয়া হলো। একবার ভাবুন তো অতীতের যে সব গুনাহর জন্য আপনি সব সময় অন্তরে কষ্ট পাচ্ছেন- সে সব কিছুই মুছে ফেলা হয়েছে।

কি সুন্দর সে প্রাপ্তি! এই হলো রমজানের প্রাপ্তি!

আমাদের নবী আমাদেরকে সেই প্রাপ্তির সুসংবাদ দিলেন:

"যে আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে রমজানের রোযা রাখবে এবং আল্লাহর পুরষ্কারের প্রত্যাশী হবে, তার অতীতের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে." (বুখারী)

ভাবানুবাদঃ "আপনার হৃদয়ের সংশোধন” - ইয়াসমিন মুগাহেদ / "Reclaim Your Heart" - Yasmin Mogahed

https://goo.gl/JGceh1